দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 30 AUG 19[illegible]
পৃঃ ৭৪ কলাম ৬

আইআইটিতে বিদেশী শিক্ষার্থীরা

ঢাকার ৩০ কি. মি. উত্তরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে, গাজীপুরের বোর্ডবাজারে রক্তিম লাল রঙের যে ক্যাম্পাসটি সবার দৃষ্টি কাড়ে— সেই প্রতিষ্ঠানটিই ইসলামিক ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, আইআইটি (সাবেক আইসিটিভিটিআর), আইআইটি ও আইসি জেদ্দার একটি অঙ্গ সংগঠন। ইসলামী বিশ্বের প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নয়নের জন্য প্রকৌশল ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য ওআইসি কর্তৃক আইআইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বল্প সময়েই আইআইটি সারা বিশ্বে একটি নামকরা আন্তর্জাতিক ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করেছে। ওআইসিভুক্ত বিভিন্ন সদস্য দেশ এই ইনস্টিটিউটে শিক্ষা লাভের জন্য বিপুলসংখ্যক ছাত্রের মনোনয়ন দিচ্ছে। কিন্তু স্থানাভাবে খুব স্বল্পসংখ্যক ছাত্র এখানে ভর্তি করা সম্ভব হচ্ছে। তবে আইআইটির দ্বিতীয় একাডেমিক ভবন ও নতুন একটি ছাত্রাবাসের নির্মাণ কাজ শেষ হলে এখানে কমপক্ষে ৯৬০ জন ছাত্রের বাসস্থান ও পড়াশোনার সুযোগ নিশ্চিত হবে।

আইআইটিতে বর্তমানে ওআইসিভুক্ত ২০টি দেশের মোট ৩৬৮ জন ছাত্র পড়াশোনা করছে। এর মধ্যে রয়েছে ১৯টি দেশের ১৭৬ জন বিদেশী শিক্ষার্থী। এরা হলো পাকিস্তানের ৩৩ জন, ফিলিস্তিনের ৩৪ জন, আফগানিস্তানের ৪ জন, বেনিনের ২ জন, চাদের ১ জন, গাম্বিয়ার ৯ জন, গিনির ১ জন, মিসরের ১ জন, জর্দানের ৮ জন, লিবিয়ার ৩ জন, মালদ্বীপের ৬ জন, মালির ১ জন, মরক্কোর ৩ জন, নাইজারের ৭ জন, সেনেগালের এর ৯ জন, সোমালিয়ার ১০ জন, সিরিয়ার ১ জন, সিয়েরা লিওনের ৭ জন, নাইজিরিয়ার ২ জন এবং ক্যামেরুনের ৩৪ জন।

আইআইটি ইসলামী উম্মার এক মহামিলন ক্ষেত্র। ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে বিশ্বের ২০টি দেশের ছাত্ররা এখানে একত্রিত হয়েছে।

বিদেশী ছাত্ররা সম্পূর্ণ বৃত্তি নিয়েই আইআইটিতে আসে। এই বৃত্তির আওতায় থাকে ফ্রী টিউশন, খাবার, হলে আবাসন ব্যবস্থা, চিকিৎসা সুবিধা এবং প্রত্যেক মাসে ৪০-৫০ ডলার হাত খরচ। আইআইটিতে বিদেশী ছাত্রদের নির্বাচিত করে পাঠানোর দায়িত্ব নেয় স্বয়ং ওআইসি কিংবা সেই দেশের সরকার। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছাত্রটিকে বাংলাদেশে পাঠানো এবং পড়ালেখা সমাপনে নিজ দেশে ফিরিয়ে নেয়ার বিমান ভাড়া তার নিজ সরকার বহন করে। হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে আইআইটিতে পড়তে আসার কারণ হিসাবে বিদেশী ছাত্ররা প্রথমেই উল্লেখ করে আন্তর্জাতিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট হিসাবে তাদের নিজ নিজ দেশে আইআইটির সুখ্যাতি।

আইআইটির আন্তর্জাতিক পরিবেশটিও বেশ চমৎকার। বিকালে যখন বিশ্বের ২০টি দেশের ছাত্ররা একে অন্যের সঙ্গে মাঠে খেলাধুলায় মত্ত থাকে তখন একটি সুন্দর দৃশ্যের অবতারণা ঘটে। আইআইটির অধিকাংশ বিদেশী ছাত্রই খুব বন্ধুবৎসল। সিনিয়র, জুনিয়র নির্বিশেষে একে অন্যের সুখ, দুঃখ ভাগ করে নেয় এই দূর প্রবাসে। প্রবাসে এসেও তারা তাদের নিজ দেশকে ভুলে যায় না। এছাড়াও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এক দেশের ছাত্ররা অন্য দেশের ছাত্রদের কাছে নিজ নিজ সংস্কৃতিকে তুলে ধরে। শিক্ষাদানের পাশাপাশি আইআইটির শিক্ষকরা বিদেশী ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসেন। অধিকাংশ শিক্ষার্থীই শিক্ষকদের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করে।

প্রতি বৃহস্পতিবার সকালে ছাত্রদের নিয়ে কয়েকটি বাস ঢাকায় আসে এবং বিকালে ফিরে যায়। এর মধ্যে তারা তাদের নিজ নিজ কেনাকাটা এবং অন্যান্য কাজ থাকলে তা সম্পাদন করে নেয়। অধিকাংশ বিদেশী ছাত্রই খেলাধুলার ব্যাপারে বেশ আগ্রহী। তারা একে অন্যের মধ্যে বিভিন্ন টুর্নামেন্টের আয়োজন করে। বিশ্বকাপ ফুটবলকে নিয়েও আইআইটিতে ছিল একটি সাজ-সাজ রব। তাছাড়া ক্যামেরুন, মরক্কো এবং নাইজিরিয়ার ছাত্রতো রয়েছেই। বিদেশী শিক্ষার্থীরা খুব স্বাস্থ্য সচেতন হওয়া সত্ত্বেও ব্যায়ামাগারে পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতির অভাবে তাদের ব্যায়াম করতে অসুবিধার কথা জানায় তারা।

আইআইটিতে প্রতিবছরই একটি করে সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়। এখন পর্যন্ত ১১টি সমাবর্তন হয়ে গেছে। দুই সেমিস্টারের পরে আইআইটিতে তিন মাসের একটি লম্বা ছুটি দেয়া হয়। এসময় অনেক বিদেশী ছাত্র নিজ নিজ দেশে ছুটি কাটাতে যায়। অনেকে বাংলাদেশে থেকে দেশটির বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ঘুরে বেড়ায়।

এভাবেই একসময় তারা আইআইটিতে তাদের শিক্ষাজীবন শেষ করে নিজ নিজ দেশে ফিরে গিয়ে দেশের উন্নয়নে অংশ গ্রহণ করে আবার কেউ কেউ উচ্চ শিক্ষার্থে অন্য কোথাও পাড়ি জমায়।

■ মোহাম্মদ রাজিব উল্লাহ ইবনে বশির

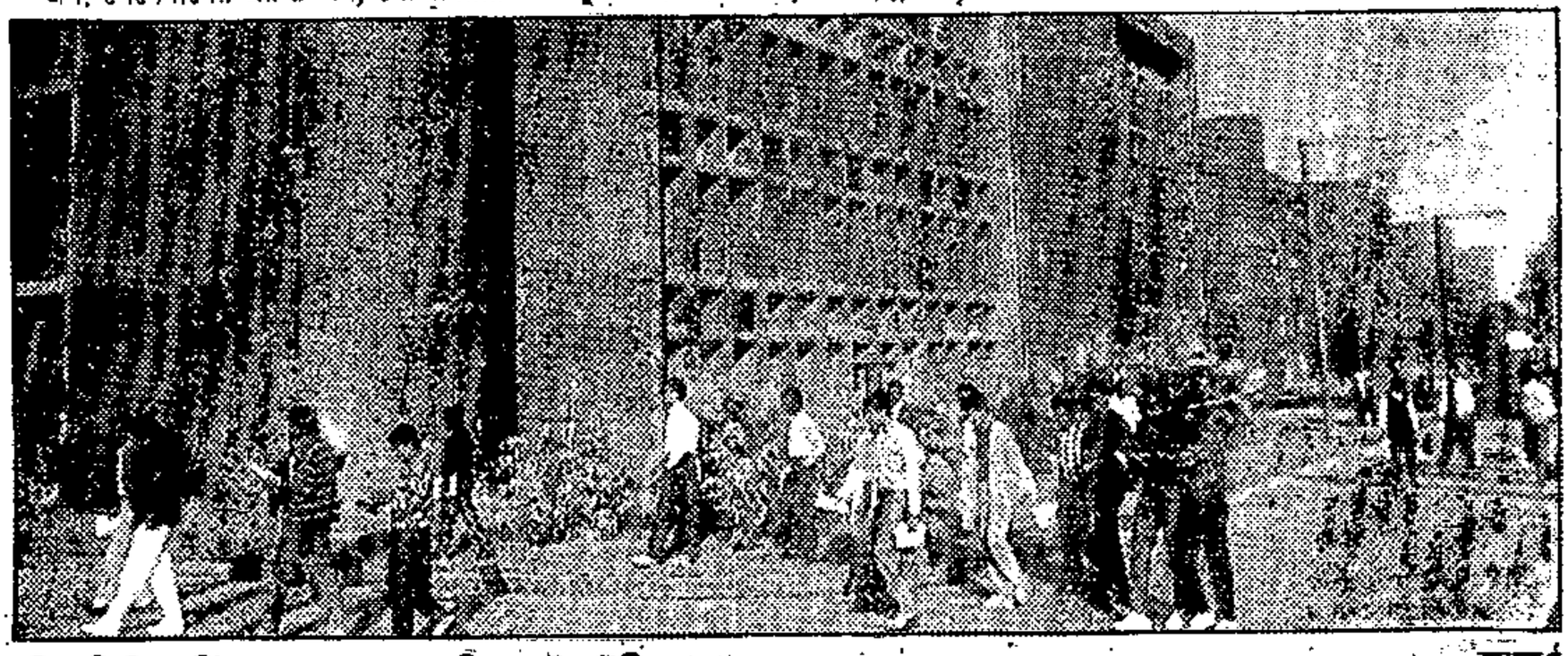

বিদেশী শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখরিত আইআইটি ক্যাম্পাস —জনকণ্ঠ